৩

সাংবিধানিক অধিকার সংক্রান্ত বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত

সারা হোসেন

এই অধ্যায়ে ২০০৮ সালের প্রদত্ত অথবা প্রকাশিত সাংবিধানিক অধিকার সংক্রান্ত রায় ও আদেশ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যদিও ২০০৮ সালের প্রায় পুরোটা জুড়েই জরুরি অবস্থা বলবৎ ছিল এবং আদালতের মাধ্যমে মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার অধিকারও স্থগিত ছিল, কিন্তু তারপরও কিছু কিছু রায়ে এসব অধিকারকে সমুন্নত করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে সর্বপ্রথম ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ন্যায্যবিচার প্রাপ্তির অধিকার সম্পর্কিত জরুরি বিধিমালার বিধানগুলোকে ব্যাখ্যা করে যেসব সিদ্ধান্ত প্রদান করেছে সেগুলো আলোচিত হয়েছে। এরপর আলোচনা করা হয়েছে জীবনধারণের অধিকার, সমাবেশের স্বাধীনতা এবং শ্রমিকের অধিকার সংক্রান্ত কতিপয় সিদ্ধান্ত। সবশেষে, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত, যার মধ্যে একটি বিচার বিভাগ (একই সাথে দুই পদে বহাল) এবং অন্যটি নির্বাচন কমিশন (নির্বাচন অনুষ্ঠান)।

জরুরি ক্ষমতা এবং সাংবিধানিক অধিকার

বছরের শুরুর দিকে হাইকোর্ট সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে, যেহেতু জরুরি অবস্থা অব্যাহত আছে, তাই সাংবিধানিক অধিকার বলবৎ সংক্রান্ত সব

মামলার শুনানি স্থগিত থাকবে।[১] আলোচ্য মামলায়, রিট আবেদনকারী ২০০৫ সালে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ৫৬(২) এবং ৫৬(৩) ধারাকে চ্যালেঞ্জ করে। রিট আবেদনকারীর অভিযোগ, উল্লিখিত ধারা দুটি বৈষম্যমূলক এবং আবেদনকারীর সাংবিধানিক অধিকার এই ধারা দুটির কারণে লঙ্ঘিত হয়েছে। আদালত সিদ্ধান্ত প্রদান করেন, যেহেতু মামলাটি সাংবিধানিক অধিকার বলবৎকরণ প্রসঙ্গে, সুতরাং জরুরি অবস্থা জারি থাকা অবস্থায় এই মামলার শুনানি করতে আদালত এখতিয়ারসম্পন্ন নয়। বছরজুড়ে অনেক মামলাতে একই রকম সিদ্ধান্ত প্রদান করা হলেও এই নীতিকে সর্বদা কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয়নি।

পরে একটি মামলার রায়ে হাইকোর্ট জরুরি বিধিমালার অধীনে প্রদত্ত সরকারের একটি আদেশকে অবৈধ ঘোষণা করে সিদ্ধান্ত দেন, সরকার সংবিধানের ২৬(২) অনুচ্ছেদের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ কোনো আদেশ প্রদান করতে পারে না। এই রায়ে হাইকোর্ট পরিষ্কারভাবে মত প্রদান করেন– জরুরি বিধিমালার আওতায় এমন কোনো এখতিয়ার প্রদান করা হয়নি যার ফলে সরকার সংবিধানের ২৬ থেকে ৪৪ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত প্রদত্ত সাংবিধানিক অধিকারের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ কোনো আইন প্রণয়ন করতে পারে।[২] হাইকোর্ট ঘোষণা করেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে দায়ের করা একটি চাঁদাবাজির মামলা জরুরি বিধিমালার অধীনে অন্তর্ভুক্ত করে সরকার যে অনুমোদন দিয়েছে তা আইনি কর্তৃত্ব-বহির্ভূত। হাইকোর্ট এই মামলার কার্যক্রম স্থগিত করেন। রায়ে হাইকোর্ট মত দেন, এরূপ অনুমোদন ছিল অসদুদ্দেশ্য সম্পন্ন [*ম্যালা ফাইড*] এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে হয়রানি ও ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য। এই অনুমোদনের উদ্দেশ্য ছিল, তাকে কঠোরভাবে বিচারের সামনে আনা এবং ন্যায়বিচার ও জামিনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা। হাইকোর্ট আরো ঘোষণা করেন, জরুরি বিধিমালা দ্বারা হাইকোর্টের ক্ষমতাকে ক্ষুণ্ন করা হয়নি এবং জরুরি বিধিতেও হাইকোর্ট জামিন প্রদান করতে পারে, সেই সাথে প্রচলিত আইনের অধীনে অন্যান্য বিষয়েও হস্তক্ষেপ করতে পারে। অধিকন্তু হাইকোর্ট আরো ঘোষণা করেন, ১১ জানুয়ারি ২০০৭-এ জরুরি অবস্থা জারি

---

১ *আব্দুল হাসেম ও অন্যান্য বনাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও অন্যান্য,* ১৬ বিএলটি (হাইকোর্ট ডিভিশন) (২০০৮) ১৪৮, রায়ের তারিখ ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৭।

২ *শেখ হাসিনা বনাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও অন্যান্য,* ১৬ বিএলটি (হাইকোর্ট ডিভিশন) (২০০৮) ১৫৩, রায়ের তারিখ ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৮।

হওয়ার পূর্বে সংঘটিত কোনো অপরাধ জরুরি ক্ষমতা বিধিমালার অধীনে বিচার হতে পারে না।

জরুরি বিধিমালার অধীনে জামিন

জরুরি বিধিমালা ২০০৭-এর অধীনে ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার এবং হাইকোর্টের আগাম জামিনের ক্ষমতা সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ রায়ে আপিল বিভাগ ঘোষণা করে যে, জরুরি বিধিমালার ১৯(ঘ) বিধি কিছু ব্যতিক্রমসাপেক্ষে সুপ্রিম কোর্টসহ সব আদালতের জামিন মঞ্জুর করার এখতিয়ার খর্ব করেছে।[৩] রায়ে আপিল বিভাগ উল্লেখ করে, সঠিক ও বিচক্ষণভাবে সহজাত [ইনহ্যারেন্ট] ক্ষমতা প্রয়োগ করে ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে হাইকোর্ট আগাম জামিন মঞ্জুর করতে পারে। অথবা যদি উপস্থাপিত সাক্ষ্যের ভিত্তিতে এটা প্রতিষ্ঠিত হয় যে, রাজনৈতিক বা অন্য কোনো কারণে অভিযুক্তকে হয়রানি করার জন্য এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার কোনোরকম ইচ্ছা ছাড়া শুধু অসদুদ্দেশ্যে মামলাটি করা হয়েছে, তাহলেও হাইকোর্ট আগাম জামিন প্রদান করতে পারে।[৪]

অন্য একটি মামলায় হাইকোর্ট রিট এখতিয়ার বলে আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪-এর ১৬৫ ও ১৬৬ ধারার অধীনে একটি মামলার কার্যক্রম বাতিল করে। এই মামলায় অভিযোগ ছিল, অভিযুক্ত ব্যক্তি তার সম্পদ/আয়/ব্যয় এবং হিসাব সংক্রান্ত তথ্য সঠিকভাবে উপস্থাপন করেনি এবং কৌশলে কর ফাঁকি দিয়েছে। এর ফলে সে ১৯৮৪ সালের আয়কর অধ্যাদেশের ১৬৬ ধারা[৫] এবং ২০০৭ সালের জরুরি বিধিমালার ১৫ বিধিতে অপরাধ সংঘটন করেছে।

---

৩ *রাষ্ট্র বনাম ময়েজ উদ্দিন সিকদার ও অন্যান্য*, ১৩ এমএলআর (আপিল বিভাগ) (২০০৮) ২০৮, রায়ের তারিখ ২৩ এপ্রিল ২০০৮।

৪ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক এক উপদেষ্টাকে হাইকোর্ট জামিন প্রদান করেন। সাবেক এই উপদেষ্টার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল দুদকে তিনি যে সম্পত্তির হিসাব দাখিল করেছেন তা সঠিক ছিল না। অভিযুক্তকে জামিন প্রদান করা হয় এই যুক্তিতে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি একজন অন্যতম সম্মানিত ব্যক্তি এবং বিচারিক আদালতে আত্মসমর্পণ করার পূর্বেই তিনি হয়রানির শিকার হতে পারেন। দেখুন : *ফজলুল হক বনাম দুদক*, ৬০ ডিএলআর (২০০৮) ৬৪৮, রায়ের তারিখ ৪ সেপ্টেম্বর ২০০৮। অন্য একটি মামলায়, জরুরি বিধিমালা ২০০৭-এর ১৯(ঘ) বিধিতে জামিন আবেদন করার ক্ষেত্রে বাধা আরোপ করা সত্ত্বেও একজন সরকারি কর্মকর্তাকে হাইকোর্ট জামিন প্রদান করেন। এই সরকারি কর্মকর্তাকে বেআইনিভাবে গ্রেফতার করা হয়েছিল এবং তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয়েছিল। দেখুন : *আব্দুর রশিদ বনাম রাষ্ট্র*, ৬০ ডিএলআর ৬২৯, রায়ের তারিখ ২৯ মে ২০০৮।

৫ ১৯৮৪ সালের আয়কর অধ্যাদেশের ১৬৬ ধারায় বলা হয়েছে, যদি কোনো ব্যক্তি তার প্রকৃত আয় গোপন করে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে অসত্য তথ্য উপস্থাপন করে তাহলে উক্ত ব্যক্তি এই আইনের

আদালত রায় দেন, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আয়কর অধ্যাদেশের ১৬৫ ও ১৬৬ ধারার অধীনে আয় গোপন করা বা অসত্য তথ্য উপস্থাপন এবং পূর্ববর্তী আট বছরের আয়ের সাথে উপস্থাপিত তথ্য সঙ্গতিপূর্ণ না হওয়ার যে অভিযোগ আনা হয়েছে, তা আইনি কর্তৃত্ব-বহির্ভূত এবং ভিত্তিহীন। কারণ অভিযুক্ত ব্যক্তির আয় পূর্বে কোনোদিন নির্ধারণই করা হয়নি। তাছাড়া অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এরূপ অভিযোগ অনুমোদনের পূর্বে তাকে কোনো নোটিশও প্রদান করা হয়নি অথবা তার বক্তব্য পেশ করার কোনো সুযোগ দেয়া হয়নি। সিনিয়র স্পেশাল জজ কর্তৃক আয়কর অধ্যাদেশের ১৬৫ ও ১৬৬ ধারা এবং জরুরি ক্ষমতা বিধিমালার ১৫ বিধির অধীনে এরূপ অপরাধ আমলে নেয়াকে হাইকোর্ট অবৈধ, অসদুদ্দেশ্য সম্পন্ন [*ম্যালা ফাইড*] এবং আদালতের এখতিয়ার-বহির্ভূত [*কোরাম নন-জুডিস*] হিসেবে ঘোষণা করে মামলার কার্যক্রম বাতিল করে দেয়।[৬]

একই অপরাধের দু'বার বিচার [ডবল্ জিওপারডি] সম্পর্কে আদালত রায় দেন, ১৮৯৭ সালের জেনারেল ক্লজেস অ্যাক্ট অনুসারে যখন কোনো কাজ বা কাজ করা হতে বিরত থাকা দুই বা ততোধিক আইনের অধীনে অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়, তখন দুটি মামলার অভিযোগে কী বলা হয়েছে সেদিকে গুরুত্ব না দিয়ে অভিযোগগুলোতে বর্ণিত সেই অপরাধকে গুরুত্ব দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, একই সাথে দুটি আদালতে বিচার নিষিদ্ধ নয় কিন্তু একই অপরাধের জন্য দু'বার শাস্তি প্রদান আইনে নিষিদ্ধ। আলোচ্য ক্ষেত্রে হাইকোর্ট দুটি যুগপৎ বিচারের নির্দেশ দেন– একটা ১৯৮৪ সালের আয়কর অধ্যাদেশের ১৬৫ ও ১৬৬ ধারা অনুসারে এবং অন্যটা ২০০৪ সালের দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৭ সালের জরুরি ক্ষমতা বিধিমালা এবং ১৯৭৪ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের অধীনে।

অন্য একটি মামলায় বিচার্য বিষয় ছিল, ২০০৭ সালের জরুরি ক্ষমতা বিধিমালার ১১(৩) বিধি অনুসারে কোনো মামলার আপিল চলাকালীন আপিল আদালত আপিলকারীকে জামিন দেয়ার এখতিয়ার সম্পন্ন কিনা। আপিল আদালত কর্তৃক আপিলকারীর আপিল মঞ্জুর করা বা না করার বিষয়টি পরিচালিত হয় ফৌজদারি কার্যবিধির ৪২৬ ধারা অনুসারে। সুতরাং যতক্ষণ

অধীনে দোষী সাব্যস্ত হবে এবং তিন মাস থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

৬ *ইকবাল হাসান মাহমুদ বনাম বাংলাদেশ সরকার ও অন্যান্য*, ৬০ ডিএলআর (২০০৮) ৮৮, রায়ের তারিখ ৫ ডিসেম্বর ২০০৭।

পর্যন্ত ফৌজদারি কার্যবিধির ৪২৬ ধারা জরুরি ক্ষমতা বিধিমালার ১১(৩) বিধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে, ততক্ষণ হাইকোর্ট কোনো জামিন মঞ্জুর করতে পারে না। আপিল বিভাগ রায় প্রদান করে বলে যে, জামিনের আবেদন শুধু তখনই বিবেচনা করা যেতে পারে, যখন শাস্তির মেয়াদ তিন বছরের বেশি নয় এবং ৯০ কার্যদিবসের মধ্যে আপিলের শুনানি শেষ করা সম্ভব নয়। তবে আপিলকারীর কারণে আপিলের শুনানি বিলম্ব হলে এই বিধান প্রযোজ্য হবে না। আপিল বিভাগ জামিন আবেদন বিবেচনা করার আরো একটি কারণ উল্লেখ করে বলে, যদি আপিলকারী গুরুতর অসুস্থ হয় এবং মেডিকেল বোর্ড এরূপ অসুস্থতার কারণে জীবনের হুমকি আছে বলে মত দেয়, তাহলে জামিনের আবেদন বিবেচনা করা যেতে পারে।[৭]

ন্যায়বিচার

দণ্ডবিধির ৩৮৫/১০৯ ধারার অপরাধ ২০০৭ সালের জরুরি ক্ষমতা বিধিমালার অধীনে বিচার প্রসঙ্গে আপিল বিভাগ রায় দেয়, যদিও সংবিধানের ৩৫(১) অনুচ্ছেদ অপরাধ সংঘটনের পরবর্তী সময়ে প্রণীত আইনে কোনো ব্যক্তিকে শাস্তি বা দণ্ড প্রদান নিষিদ্ধ করেছে কিন্তু এই অনুচ্ছেদের দ্বারা মামলার বিচার কার্যক্রমকে নিষিদ্ধ করা হয়নি।[৮] আপিল বিভাগ ঘোষণা করে, জরুরি ক্ষমতা অধ্যাদেশ ও জরুরি ক্ষমতা বিধিমালার আওতায় বিচার সংবিধানের ৩৫(১) অনুচ্ছেদের অধীনে ন্যায়বিচার প্রাপ্তির অধিকারকে ক্ষুণ্ন করে না।

স্বীকারোক্তি সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠিত নীতির ওপর ভিত্তি করে হাইকোর্ট রায় প্রদান করেন যে, কোনোরূপ ব্যাখ্যা ছাড়া দুই রাত ও একদিন পুলিশ হেফাজতে রাখার পর অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান জোর সন্দেহ তৈরি করেছে যে, স্বীকারোক্তি আসলেই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে দেয়া হয়েছিল কিনা। হাইকোর্ট রায় প্রদান করেন, স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয়ার পূর্বে যদি দীর্ঘ সময় পুলিশ হেফাজতে রাখা হয় তাহলে এরূপ জবানবন্দি স্বতঃপ্রণোদিত নয় বলে ধরে নেয়া হয় এবং আইনে এটা

---

৭ *দুর্নীতি দমন কমিশন বনাম ব্যারিস্টার মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন ও অন্যান্য*, ২৮ বিএলডি (আপিল বিভাগ) (২০০৮) ৭২, রায়ের তারিখ ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৮।

৮ *বাংলাদেশ সরকার বনাম শেখ হাসিনা ও অন্যান্য*, ৬০ ডিএলআর (আপিল বিভাগ) (২০০৮) ৯০, রায়ের তারিখ ৮ মে ২০০৮।

গ্রহণযোগ্য হয় না।[৯]

তল্লাশি এবং জব্দ

ন্যায়বিচার প্রাপ্তির অধিকার সংক্রান্ত অন্য একটি মামলায় হাইকোর্ট রায় দেন যে, ফৌজদারি কার্যবিধির ১০৩ ধারার বিধানকে সঠিকভাবে পালন না করে কোনো তল্লাশি চালানো এবং মালামাল জব্দ করা সম্পূর্ণরূপে বেআইনি।[১০] অধিকন্তু ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৪২ ধারার অধীনে, কোনো সাক্ষ্য অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে হলে তাকে পূর্বাহ্নে অবশ্যই সতর্ক করতে হবে, অন্যথায় তার স্বার্থ ক্ষুণ্ন হতে পারে।[১১]

নির্যাতন থেকে মুক্তি সংক্রান্ত নারী অধিকার

একজন অপ্রাপ্ত বয়স্ক নারীকে তথাকথিত অপহরণ এবং জোরপূর্বক বিবাহ সংক্রান্ত একটি মামলার রায়ে হাইকোর্ট সিদ্ধান্ত দেন, বিবাহের ক্ষেত্রে অপ্রাপ্ত বয়স্ক নারীর সম্মতির কোনো মূল্য নেই এবং আইনের চোখে এই সম্মতির কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। যদিও নিকাহনামায় ভিকটিমের বয়স ১৮ বছর দেখানো হয়েছে কিন্তু এসএসসি পরীক্ষার নিবন্ধনপত্র এবং স্কুল কর্তৃক প্রদত্ত প্রশংসাপত্রে প্রদত্ত জন্মতারিখ অনুসারে বিবাহের দিন তার বয়স ছিল ১৪ বছর সাত মাস। নাবালিকা ভিকটিমকে নিজের বাড়িতে আটকে রাখতে প্ররোচনার জন্য এবং অপহরণপূর্বক বিবাহ করার জন্য বিবাদি দায়ী। কোনো নাবালিকাকে বিবাহের উদ্দেশ্যে অপহরণ করা আইনের দৃষ্টিতে অবৈধ এবং কোনো ব্যক্তি এরূপ নাবালিকাকে অবৈধভাবে আটকে রাখলে তা প্রতারণার শামিল হবে।[১২] হাইকোর্ট নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-২-কে মামলার নথিতে রক্ষিত দলিলপত্র এবং আইন অনুযায়ী মামলা পরিচালনার জন্য নির্দেশ দেন।

---

৯ *নুরুল ইসলাম ও অন্য বনাম রাষ্ট্র*, ২৮ বিএলডি (হাইকোর্ট বিভাগ) (২০০৮) ১১৪, রায়ের তারিখ ৩০ জুলাই ২০০৭।

১০ ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ১০৩ ধারায় বলা হয়েছে, তল্লাশি সর্বদায় সাক্ষীর সামনে পরিচালনা করতে হবে।

১১ এ ওহাব ওরফে আব্দুল ওহাব বনাম রাষ্ট্র, ৬০ ডিএলআর (২০০৮) ৩৪, রায়ের ২৫ এপ্রিল ২০০৭।

১২ *দেলোয়ার হোসেন বনাম রাষ্ট্র ও অন্যান্য*, ১৩ এমএলআর (হাইকোর্ট বিভাগ) (২০০৮) ২৫৮, রায়ের তারিখ ১৭ এপ্রিল ২০০৬।

জীবণধারণের অধিকার

হাইকোর্ট রায় প্রদান করেন যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে রূপান্তরিত করা যেতে পারে। আলোচ্য ক্ষেত্রে দ্রুত বিচার ট্রাইবুন্যাল-১ কর্তৃক মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিতকরণের মামলা শুনানির জন্য গৃহীত হওয়ার পূর্বেই তিন বছর আট মাস সময় অতিবাহিত হয়েছে। এই সময়সীমায় আসামি জেলখানায় মানসিক যন্ত্রণা ও উদ্বেগের সাথে দিনযাপন করেছে। এরূপ ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করা যেতে পারে।[১৩]

সমাবেশের স্বাধীনতা

হরতালকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা একটি জনস্বার্থ রিট মামলার শুনানি শেষে হাইকোর্ট রায় প্রদান করেন যে, যদি হরতাল সহিংসতায় রূপ নেয় এবং এর ফলে মৃত্যু ঘটে বা জীবন ও সম্পদের ক্ষতিসাধিত হয় তাহলে এরূপ কার্যাবলি দেশে প্রচলিত আইন অনুসারে বিচারযোগ্য হবে। তবে হুমকি, ত্রাস, বলপ্রয়োগ বা সহিংসতা ছাড়া হরতাল পালিত হলে তাতে বাধা দেয়া যাবে না। কারণ সংবিধানের ৩৭ অনুচ্ছেদ নাগরিকদের সমাবেশের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করেছে।[১৪]

শ্রমিক অধিকার

একটি মামলায় হাইকোর্ট ব্যাখ্যা প্রদান করেন যে, ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমে জড়িত থাকার সন্দেহে ব্র্যাক প্রিন্টারস্ থেকে শ্রমিক ছাঁটাই করা আইনানুগ হয়নি।[১৫]

প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন

নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ

আপিল বিভাগের বিচারক থাকাকালীন অবস্থায় ব্যাপক বিতর্কিত বিচারপতি এম এ আজিজকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ দেয়াকে কেন্দ্র করে

---

১৩ *রাষ্ট্র বনাম ইয়াসিন খান পলাশ ও অন্যান্য*, ১৬ বিএলটি (হাইকোর্ট বিভাগ) (২০০৮) ১, রায়ের তারিখ ৩০ মে, ৩১ মে এবং ৩ জুন ২০০৭।

১৪ *আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া ও অন্য বনাম রাষ্ট্র*, ৬০ ডিএলআর (আপিল বিভাগ) (২০০৮) ৪৯, রায়ের তারিখ ২ ডিসেম্বর ২০০৭।

১৫ *ব্র্যাক প্রিন্টারস্ বানম চেয়ারম্যান, প্রথম শ্রম আদালত*, ৬০ ডিএলআর (২০০৮) ৪৯, রায়ের তারিখ ২৮ আগস্ট ২০০৭।

দায়ের করা মামলায় হাইকোর্ট রায় প্রদান করেন– সর্বোচ্চ আদালতের বিচারক থাকাকালীন অবস্থায় অন্য কোনো সাংবিধানিক পদে এমনকি প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ সংবিধান পরিপন্থী।[১৬] রায়ে হাইকোট সিদ্ধান্ত দেন, কোনো ব্যক্তি একই সাথে দুটি সাংবিধানিক পদে আসীন থাকতে পারে না। রায়ে আরো উল্লেখ করা হয়, স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার খাতিরে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক থাকাকালীন অবস্থায় কোনো বিচারপতির অন্য কোনো সাংবিধানিক পদ বা রাষ্ট্রের অন্য কোনো লাভজনক পদ গ্রহণ করা উচিত নয়।

নির্বাচন সংক্রান্ত আইন সংস্কার

হাইকোর্ট রায় প্রদান করেন যে, অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং গণতন্ত্রের সত্যিকারের মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় ভবিষ্যতে বিরোধ এড়ানোর লক্ষ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাথে আলোচনাপূর্বক নির্বাচন কমিশনের উচিত নির্বাচন সংক্রান্ত আইন সংস্কার করা। অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিস কর্তৃক স্বীকৃত ভুলে ভরা ভোটার তালিকা চ্যালেঞ্জ করে একটি রিট আবেদন দাখিল করা হয় এই যুক্তিতে যে, নির্বাচন কমিশন কর্তৃক হালনাগাদ ভোটার তালিকা প্রণয়নে ব্যর্থতা আইনের বিধানের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং আপিল বিভাগের রায়ের লঙ্ঘন। এই মামলায় হাইকোর্ট নির্বাচন কমিশনকে ভোটার পরিচয়পত্র প্রদানের নির্দেশ দেন, কারণ এরূপ পরিচয়পত্র গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য জরুরি।[১৭]

উপসংহার

পূর্ব থেকে বলবৎ থাকা জরুরি অবস্থার কারণে ২০০৮ সালেও নাগরিকদের ব্যক্তিস্বাধীনতা ও অন্যান্য সাংবিধানিক অধিকারের ওপর বাধানিষেধ আরোপিত ছিল, যা উচ্চ আদালতে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় এবং আদালত কর্তৃক এরূপ বাধানিষেধ পরীক্ষাও করে দেখা হয়। বিশেষ করে, জরুরি বিধিমালা ব্যাপকভাবে নাগরিকদের ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ন্যায়বিচার প্রাপ্তির অধিকারকে লঙ্ঘিত করেছে। এরূপ বাধানিষেধ থাকা সত্ত্বেও হাইকোর্ট অনেক মামলাতেই জরুরি বিধিমালার এখতিয়ারে হস্তক্ষেপ করেছে এবং জরুরি বিধিমালায় আটক ব্যক্তিদের জামিন প্রদান করেছে। কিন্তু এরূপ প্রতিকার প্রদান করা হয়েছে

---

১৬ *রুহুল কুদ্দুস, অ্যাডভোকেট ও অন্যান্য বনাম বিচারপতি এম এ আজিজ ও অন্যান্য,* ৬০ ডিএলআর (২০০৮) ৫১১, রায়ের তারিখ ১২ ডিসেম্বর ২০০৭।

১৭ কাজী মামনুর রশিদ বনাম বাংলাদেশ সরকার ও অন্যান্য, ১৬ বিএলটি (হাইকোর্ট বিভাগ) (২০০৮) ১১৯, রায়ের তারিখ ২৭ মার্চ ২০০৭।

হাইকোর্টের রিট এখতিয়ারের অধীনে, ফৌজদারি এখতিয়ারের অধীনে নয়। এর ফলে কিছু মামলায় প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে যে, কেউ কেউ ‘অতিদ্রুত বিচার’ পাচ্ছেন [দেখুন প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, ব্যক্তিস্বাধীনতা সংক্রান্ত অধ্যায়]। আপিল বিভাগ শেষ পর্যন্ত রায় প্রদান করে যে, কতিপয় বিশেষ ব্যতিক্রম ক্ষেত্রে জরুরি বিধিমালার অধীনে দায়ের করা মামলাতেও জামিন প্রদান করা যাবে। জরুরি বিধিমালা ছাড়াও এ বছর প্রকাশিত সাংবিধানিক অধিকার সংক্রান্ত মামলাগুলোতে সম্পত্তির অধিকার, নারী অধিকার, শ্রমিক অধিকার এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে, যা ইতোমধ্যেই আলোচিত।

অনুবাদ : এটিএম মোরশেদ আলম